POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ এবং উমরাহ্‌ সুসম্পন্ন কর।'
(আল-বাকারা: ১৯৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7 ই জুন, 2018 22 রমযান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

বড় হইয়া ছোটকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে। বিদ্বান হইলে বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হইলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে।

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং আপন ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইদের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজি নহে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদিগকে মার্জনা করা হয়।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল হইতেই খোদা তা'লার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হইতে পরিবে, যখন তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁহার সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাতে পরিণত হইবে এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁহার দ্বারে অবনত থাকিবে যেন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহা হইলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইবেন যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেহ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করিতে ও তাঁহার সন্তুষ্টিলাভের আকাঙ্খী হইতে এবং তাঁহার কাযা ও কদরে (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হইতে প্রস্তুত?

অতএব বিপদ দেখিলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে কারণ ইহাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁহার তৌহীদ জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাহাদিগকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কাহারও প্রতি, সে তোমার অধীনস্ত হইলেও, অহঙ্কার দেখাইবে না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হও, যেন খোদা তা'লার

নিকট গ্রহণীয় হইতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যাহারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ। আবার অনেকে এইরূপও আছে, যাহারা বাহ্যতঃ সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কখনও তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হইবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হইয়া ছোটকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে। বিদ্বান হইলে বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হইলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে। ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করিবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁহার জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন তোমার জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাকওয়ার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন তোমার জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিন অতিবাহিত করিয়াছ। জগতের অভিশাপকে ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূঁয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা দিনকে রাত করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর নিপতিত হয়, তাহার উভয় জগৎকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হইয়া যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে দূর করিয়া দিবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোথাও অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তাহা হইলে আদৌ তোমরা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এইরূপ যেন না হয়-মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া এই বলিয়া তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা কর যে, 'যাহা কিছু করণীয় আমরা তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।' কেননা খোদা তা'লা চাহেন যেন, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন যাহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নূতন জীবন দান করিবেন। তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং আপন ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইদের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজি নহে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক

এরপর সাতের পাতায়.....

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্‌ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

হুযুর বলেন: আমরা সেখানে তবলীগ করতে পারি না, নিজেদের উপাসনাগারগুলিকে মসজিদ বলতে পারি না, নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারি না এমন কি আইনের দৃষ্টিতে আমরা নিজের ছেলে-মেয়েদের নামও মুসলমানদের নামের মত রাখতে পারি না। সেখানে আমাদেরকে এমনই সব নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সাংবাদিক: আপনাদের জন্য ইউরোপেও কি কোন বিপদ আছে?

হুযুর বলেন: ইউরোপে কট্টরবাদী যুবক শ্রেণী প্রত্যেকের জন্যই বিপদের কারণ। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের বিরাট একটি শ্রেণী বা মুসলমানদের কয়েকটি সম্প্রদায় আহমদীদের বিরুদ্ধে, সেই কারণে তারা আহমদীদের ক্ষতি করতে পারে। আর তারা যে জামাতের নেতাকেও নিশানা করতে পারে, সে সম্ভাবনাও প্রবল। এই কারণেই যখন আমি এখানে থাকি, তখন সাধারণ দিনগুলির তুলনায় বেশি মাত্রায় সিকিউরিটি চেকিং-এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। আর আমি এখানে না থাকলেও সিকিউরিটি চেকিং-এর ব্যবস্থা থাকে। আহমদীদের প্রত্যেকের কাছে নিজের পরিচয় পত্র থাকে যা স্ক্যানিং করানোর পর তারা মসজিদে প্রবেশ করে। এই পদক্ষেপ নিরাপত্তাজনিত কারণে করা হয়ে থাকে। আমাদেরকে কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশের সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

সাক্ষাতকারের শেষে সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, শুক্র ও শনিবার আপনাদের মসজিদ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে যাচ্ছে। এই মসজিদ সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জুমা বা শুক্রবার দিন আমাদের সাপ্তাহিক প্রচলিত ধর্মীয় সমাবেশ হয়ে থাকে যা এখানে দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার অতিথিদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করি, নিশ্চয় আপনাকেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আহ্বান করা হয়েছে। যদি না করা হয়ে থাকে, তবে আমি আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শনিবারের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য। সেখানে আমি সংক্ষেপে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বলব যে, মুসলমানদের কি কি করণীয়, আহমদীয়াত কি এবং আমাদের জামাতের উদ্দেশ্য কি?

এরপর ভদ্রমহিলা শেষবারের মত হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পত্র-সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাতকার

Skanska Dagbladat -এর সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকারের পূর্বে সাংবাদিক বলেন, তিনি ইতিপূর্বে এই মসজিদের বিষয়ে লিখেছেন।

সাংবাদিক বলেন, কিছুকাল পূর্বে মালমোর এক যুবককে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে ব্রাসেলস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইসিস যেভাবে লোক ভর্তি করছে তা সব থেকে বড় সমস্যা। এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ দিন থেকে সতর্ক করে আসছি যে, সরকারকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যদি মুসলমানদের কোন স্কুল বা মসজিদের উপর আপনার সন্দেহ থাকে তবে যথারীতি তার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা যায় তবে আমার মনে হয় না যে কেউ এই দেশ ছেড়ে আইসিস-এ যোগ দিতে পারবে। তাদেরকে কট্টরবাদীতে পরিণত করা হচ্ছে এই দেশের মধ্যেই, অন্যত্র নয়। আর প্রশাসনের কাজ হল এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা যে, তাদেরকে কিভাবে উগ্রপন্থার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যতদূর আহমদী মুসলমানদের সম্পর্ক, আমাদের বিশ্বাস, ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উগ্রপন্থা এবং অন্যায়-অত্যাচারের নিন্দা করে আর যতদূর আহমদী মুসলমানদের সম্পর্ক, আপনি কখনো কোন আহমদীকে দেশ ছেড়ে আইসিসে বা কোন উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিতে দেখবেন না। কেননা, আমাদের শিক্ষার ভিত্তি হল প্রেম, প্রীতি ও সৌহার্দ্য। এই ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে উগ্রপন্থার দূরতম সম্পর্ক নেই। আর আমার বিশ্বাস, প্রত্যেকে ধর্মের মূল শিক্ষাই হল প্রেম, প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যে সমস্ত যুবক আইসিস ছেড়ে ব্রিটেন বা সুইডেন ফিরে আসছে, আপনি কি বলতে চান যে, তাদের একবার সুযোগ দেওয়া উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দেখুন আপনরা তাদেরকে সর্বত্র যাতায়াতের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন, তাই তাদেরকে চেক করতে পারবেন না। অতএব এদেরকে জেলে না রেখে হোস্টেলে রাখা উচিত যাতে সর্বক্ষণ তাদের উপর নজরদারি করতে পারেন এবং তাদেরকে বলুন যে দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা কি এবং আপনার ধর্মমতে এর কি মর্যাদা রয়েছে? কেননা, আমাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। আর এটি মহানবী (সা.)-এর বাণী। অতএব আপনারা যদি যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করেন যে, এটি তোমাদের শিক্ষা এবং এই শিক্ষা তোমাদের অনুশীলন করা উচিত, তবে আমার মতে তাদেরকে সঠিক পন্থায় শেখানো হলে এবং সঠিকভাবে নজরদারি করলে তাদের মধ্যে অনেকেই কিছু কাল পর নিজেদের অপকর্মের বিষয়ে অনুতপ্ত হবে। আমার মতে তাদেরকে জেলে রাখা উচিত নয়। তাদেরকে যখন অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে রাখবেন, তবে হয়তো আপনরা আরও অনেক সমস্যাবলীল সম্মুখীন হবেন। আর হতে পারে তারা কয়েদীদের কাছ থেকে কুশিক্ষা পাবে। আর তারা যদি আশ্বস্ত করে যে, এখন সম্পূর্ণরূপে তারা পাল্টে গেছে, তবে তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে থাকার অনুমতি দিন আর সময়ে সময়ে তাদের উপর নজরদারি চালান।

সাংবাদিক বলেন: সুইডেনে এর ঠিক উল্টো হচ্ছে। এরা ফিরে এলে এদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কেননা, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া বা যোগাযোগ রাখা আইন বিরুদ্ধ কাজ। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হুযুর বলেন: যদি আইন থাকে যে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তবে ঠিক আছে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, এদের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা এই সমস্যার অংশ আর এরা নিজেদেরকে এতটুকুও পাল্টাই নি, তবে আইন যেভাবে বলে সেই অনুসারে তাদের প্রতি আচরণ করা উচিত।

সাংবাকি প্রশ্ন করেন যে, এই সমস্যার বিষয়ে আহমদীয়া জামাত কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা তো দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের ভুমিকা পালন করে আসছি। আমরা বলি, জিহাদ, যেটিকে সাধারণত শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারী এবং শক্তি প্রয়োগ হিসেবে মনে করা হয়, আসলে তা রহিত হয়েছে। কেননা, তরবারীর জিহাদের অনুমতি কেবল সেই সময় দেওয়া হয়েছিল যখন শত্রুরা ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করছিল। তারা কেবল কয়েকজন মুসলমান বা মুসলমানদের দলকেই ধ্বংস করতে চায় নি, বরং তারা সম্পূর্ণরূপে ধর্মটিকেই নির্মূল করতে চেয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এমন কোন ধর্মীয় বা ধর্মীয় সংগঠনকে দেখছি না যারা তরবারীর জোরে ইসলামের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরা ইসলামের বিরোধীতা করছে ঠিকই, কিন্তু তা মিডিয়া বা সমগোত্রের বিভিন্ন উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। অতএব মিডিয়া, লিটেরেচার এবং বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উত্তর দেওয়াই হল এই যুগের জিহাদ। এই যুগে বাহুবল প্রয়োগের অনুমতি নেই। যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তখন তার সঙ্গে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। আর সেই আয়াতে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, মুসলমানদের উপর সেই সমস্ত আক্রমণোন্মুখ শত্রুদের মোকাবেলা শক্তি দ্বারা যদি না করা হয় তবে কোন কলিসা, গির্জা, মন্দির বা উপাসনগার নিরাপদ থাকবে না। কেননা, এই সমস্ত শত্রুরা কেবল ইসলামকেই ধ্বংস করতে চায় না, এরা প্রত্যেক ধর্মের শত্রু আর এরা প্রত্যকটি ধর্মকেই ধ্বংস করে দিতে চায়।

সাংবাদিক বলেন: এরা তো মনে করে যে, এইভাবে তারা ইসলামের প্রসার করছে।

হুযুর বলেন: তরবারীর জোরে নয়, বরং প্রচারের মাধ্যমে আপনি ইসলামের প্রসার করতে পারেন। এমনকি কুরআন করীম স্বয়ং ঘোষণা দিচ্ছে যে, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অতএব ধর্মে যেখানে বল প্রয়োগ নেই, সেখানে ইসলাম প্রসারের জন বল প্রয়োগ কিভাবে বৈধ হতে পারে?

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখানে স্টক হোমে আপনার কি প্রোগ্রাম রয়েছে? আপনি রাজনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মনে হয় না যে রাজনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করব। কিন্তু স্টকহোমে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হচ্ছে। যদি কিছু রাজনীতিক আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তবে তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ হতেই পারে।

জুমআর খুতবা

আসাদুল্লাহ্ (আল্লাহর সিংহ) এবং আসাদে রসূল (রসূলের সিংহ) হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ, ধর্মীয় আত্মমর্যাদাভিমান

বীরত্ব, আত্মাভিমান, আত্মগরিমা, দোয়ার বিষয়ে ব্যকুলতা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং শাহাদতের ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনা

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ৪ঠা মে , ২০১৮, **এর জুমুআর খুতবা (৪ হিজরত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক জায়গায় লিখেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় আরব জাতির সমাজ ও সংস্কৃতি, তাদের চারিত্রিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিকতার চিত্র কতই না ভয়াবহ ছিল! ঘরে ঘরে যুদ্ধ, মদ পানের আসর, ব্যভিচার, লুটপাট, মোটকথা সকল প্রকার পাপ তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। খোদা তা'লা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সকলেই ফেরাউনী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর যখন তারা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে তখন এমন খোদাপ্রেম এবং ঐক্যের প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় তাদের সকলেই খোদা তা'লার পথে মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত। তারা বয়আতের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিজেদের কর্মের মাধ্যমে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা এত মহান বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার উদাহরণ পূর্বেও ছিল না আর পরবর্তীতেও দেখা যায় না। তিনি বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ যদি চান পুনরায় তেমনই করতে পারেন। এসব উত্তম আদর্শের মাঝে অন্যদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এই জামা'তে অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের জামা'ত সম্পর্কে বলছেন যে, এই জামা'তে আল্লাহ্ তা'লা এমন আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদের প্রশংসায় কত সুন্দর বলেছেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ (সূরা আল আহযাব: ২৪) অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও রয়েছে যারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন যা তারা খোদার সাথে করেছিলেন। অতএব তাদের মাঝে কতক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আর অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। সাহাবীদের প্রশংসায় তিনি বলেন, সাহাবীদের প্রশংসায় কুরআন থেকে যদি আয়াত একত্রিত করা হয় তাহলে এই আয়াতের চেয়ে বড় কোন আয়াত নেই যাতে তাদের উত্তম আদর্শের উল্লেখ থাকতে পারে।"(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩১-৪৩৩) অতএব পুণ্য ও ত্যাগের এই নমুনা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

কিছুকাল থেকে আমার কতক খুতবায় আমি সাহাবীদের জীবন চরিত তুলে ধরে আসছি। যাদের মাঝে কতক বদরী সাহাবীও ছিলেন এবং কিছু অন্য সাহাবীও। কিন্তু আমি ভাবলাম যে, প্রথমে শুধু বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের উল্লেখ করব, যাদের একটি বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে। তাঁরা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তাঁরা খোদার বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জনকারী মানুষ ছিলেন।

আজকে হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালেব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করব। তাঁর স্মৃতিচারণে বিশেষত তিনি কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন- এর উল্লেখ ইতিহাস ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। একইভাবে তাঁর শাহাদতের ঘটনারও উল্লেখ আছে। তিনি সৈয়্যদুশ শোহাদা বা শহীদদের সর্দার হিসেবে খ্যাত। অনুরূপভাবে আসাদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সিংহ, আসাদুর রসূল বা রসূলের সিংহ উপাধিও তাঁর রয়েছে। হযরত হামজা কুরাইশ সর্দার হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান এবং রসূলে করীম (সা.)-এর চাচা ছিলেন। হযরত হামজার মায়ের নাম ছিল হালা, তিনিও মহানবী (সা.)-এর মা হযরত আমেনার চাচাত বোন ছিলেন। হযরত হামজা রসূলে করীম (সা.)-এর চেয়ে দু'বছর বা মতান্তরে চার বছর বড় ছিলেন। (ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, ১৯৯২ সনে দারুল জিল বেরুতে মুদ্রিত) (আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, ১৯৯৬ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) হযরত হামজা মহানবী (সা.)-এর দুধ ভাইও ছিলেন। সোবিয়া নামের এক দাসী ছিলেন তিনি তাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছিলেন। (শারাহ যারকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৯, ১৯৯৬ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যতের দাবির ৬ষ্ঠ বছরে দারে আরকামের যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এর কিছু সারাংশ আমি তুলে ধরব আর কিছুটা বিস্তারিত দিকও উপস্থাপন করব। এটি যখন মানুষ চিন্তা করে এবং ভাবে যে, কীভাবে হযরত হামজা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর এর কারণ কী ছিল এবং কীভাবে তাঁর মাঝে রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান জাগ্রত হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর আবু জাহল অত্যাচার করেছে? যাহোক ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, একদিন মহানবী (সা.) সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি পাথরের উপর বসে ছিলেন আর নিশ্চয় এটিই ভাবছিলেন যে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তখন আবু জাহল সেখানে উপস্থিত হয় আর এসেই বলেযে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার কথা বলা থেকে বিরত হচ্ছ না। এই কথা বলে সে রসূলে করীম (সা.) কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালি দেওয়া আরম্ভ করে। তিনি (সা.) নীরবে তার গালি শুনতে থাকেন এবং সহ্য করতে থাকেন, একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেন নি। আবু জাহল প্রাণভরে গালি দেওয়ার পর সেই হতভাগা এগিয়ে আসে এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে চপাটাঘাত করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে কিছু বলেন নি, তিনি (সা.) যে জায়গায় বসেছিলেন আর আবু জাহল যেখানে দাঁড়িয়ে গালি দিয়েছিল সেই স্থানের সামনেই হযরত হামজার বাড়ি ছিল। হযরত হামজা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তার নিত্যদিনের রীতি ছিল প্রতিদিন সকালে তীর ধনুক নিয়ে শিকারে চলে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন এবং কুরাইশের মজলিসে বসতেন। সেদিন আবু জাহল যখন রসূলে করীম (সা.) কে গালি দেয় এবং খুবই মন্দ ব্যবহার করে তখন হযরত হামজা শিকারে ছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে আবু জাহল যখন এসব করছিল তখন হযরত হামজার এক দাসী দরজায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। আবু জাহল যখন বার বার তাঁর (সা.) ওপর হামলা করছিল আর অবশ্রান্ত ধারায় গালি দিয়ে চলেছিল, তিনি (সা.) নীরবে গাম্ভীর্যের সাথে তা সহ্য করিছলেন। সেই দাসী দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, নিঃসন্দেহে সে এক মহিলা ছিল আর অবিশ্বাসী ছিল কিন্তু পুরোনো যুগে মক্কার মানুষ যেখানে তাদের দাসদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার করত সেখানে এ রীতিও ছিল যে, কতক ভদ্র মানুষ তাদের দাসদের সাথে ভালো ব্যবহার করত আর দীর্ঘকাল পর সেই দাসকে পরিবারের অংশ মনে করা হতো। হযরত হামজার দাসী এমনই ছিল। সে যখন এসব দৃশ্য দেখে আর স্ব চক্ষে সবকিছু অবলোকন করে এবং নিজের কানে সব কথা শুনে, তখন তার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে, কিন্তু তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। সে দেখতে থাকে এবং শুনতে থাকে, আর ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে এবং জ্বলতে থাকে। রসূলে করীম (সা.) সেখান

থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর সেই মহিলা নিজের কাজে রত হয়। সন্ধ্যায় হযরত হামজা যখন শিকার শেষে ফিরে এসে বাহন থেকে নামেন আর তীর ধনুক হাতে নিয়ে বীরত্ব ও গর্ব প্রদর্শনের বিশেষ ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করেন, তখন সেই দাসী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। ইতিপূর্বে দীর্ঘক্ষণ সে রাগ ও ক্ষোভের আবেগ চেপে রেখেছিল। সে বাঁধ ভাঙ্গা উত্তেজনায় হযরত হামজাকে বলে, তুমি অনেক বড় বীর সাজ, তোমার লজ্জা হয় না? হামজা এটি শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় আর বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কী? সেই দাসী বলে, ব্যাপার আর কী, তোমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.) এখানে বসেছিলেন, তখন আবু জাহল এসে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর হামলা করে এবং অকথ্য ভাষায় গালি দেয় আর এরপর তাঁর গালে থাপ্পড় মারে, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) উফ্ পর্যন্ত করেন নি এবং নীরবে শুনতে থাকেন। আবু জাহল অনবরত গালমন্দ করতে থাকে আর অবশেষে গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। আমি দেখলাম মুহাম্মদ (সা.) তার কোন কথার উত্তর দেন নি। তুমি বড় বীর সাজ আর দম্ভভরে শিকার থেকে ফিরে এসেছ, তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তোমার জীবদ্দশায় তোমার ভাতিজার সাথে এই ব্যবহার হচ্ছে? হযরত হামজা তখনো মুসলমান হন নি। এর একটি কারণ এটিও যে, তিনি মক্কার কুরাইশদের সর্দারদের মধ্যে গণ্য হতেন আর পদমর্যাদার কারণে ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ এটি মানতেন যে, রসূলে করীম (সা.) সত্য। হামজা তখনও নিজের মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তিকে ঈমানের জন্য জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু দাসীর কাছে এই ঘটনা শুনে তাঁর চোখদুটি রক্তিম হয়ে ওঠে এবং তার পারিবারিক আত্মাভিমান গরিমা জেগে ওঠে। তাই তিনি বিশ্রাম না করে সে অবস্থাতেই ক্রোধের সাথে কাবার শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রথমে তিনি কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন। এরপর সেই বৈঠকের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে আবু জাহল বসেছিল। সেখানে সে বড় বাহাদুরি করছিল, গালগল্প করছিল আর এ ঘটনাকে রসিয়ে রসিয়ে শুনাচ্ছিল এবং দম্ভের সাথে বর্ণনা করছিল যে, আজকে আমি মুহাম্মদ (সা.) কে এভাবে কীভাবে গালি দিয়েছি আর তাঁর সাথে এই ব্যবহার করেছি। হামজা সেই বৈঠকে পৌঁছানো মাত্রই ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় সজোরে আঘাত করেন আর বলেন যে, তুমি তোমার বীরত্বের দাবি করছ এবং মানুষকে শোনাচ্ছ যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে এভাবে লাঞ্ছিত করেছি আর মুহাম্মদ (সা.) উহ্ পর্য ন্ত করেন নি। এখন আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করছি, যদি সাহস থাকে তাহলে আমার সামনে কথা বল। আবু জাহল তখন মক্কায় এক বাদশাহর পদমর্যাদা রাখত, জাতির নেতা ছিল, ফেরাউনের মত অবস্থা ছিল তার। তার সাথীরা যখন এই ঘটনা দেখে তখন তারা ভীষণ উত্তেজনার সাথে দণ্ডায়মান হয় আর হামজার ওপর হামলা করতে উদ্যত হয়; কিন্তু আবু জাহল মহানবী (সা.)-এর নীরবে গালি সহ্য করার কারণে এবং হামজার বীরত্ব ও সৎ সাহসের কারণে প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়েছিল। সে তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে তাদেরকে হামলা করা থেকে বাধা দেয় এবং বলে, যেতে দাও, আসলে আমিই বাড়াবাড়ি করেছিলাম আর হামজা ন্যায়সঙ্গত কথা বলছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একান্ত নিজের মত করে লিখেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সাফা এবং মারওয়া পাহাড় থেকে ঘরে এসেছিলেন তখন নিজ অন্তরে বলেছিলেন যে, আমার রীতি ঝগড়া করা নয় বরং ধৈর্যের সাথে গালমন্দ সহ্য করা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আরশে বলছিলেন, 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু' (সূরা আয যুমার: ৩৭) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি ঝগড়াবিবাদের জন্য প্রস্তুত নও বলে কি আমরা নেই, যে তোমার জায়গায় তোমার শত্রুর মোকাবেলা করবে? অতএব আল্লাহ্ তা'লা সে দিনই তাঁকে (সা.) আবু জাহলের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নিবেদিতপ্রাণ দান করেন। হযরত হামজা সেই বৈঠকেই, যাতে তিনি আবু জাহলের মাথায় ধনুক দিয়ে আঘাত করেছিলেন, ঈমান আনার ঘোষণা দেন আর আবু জাহলকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি মুহাম্মদ (সা.) কে গালি দিয়েছ কেবল এ কারণে যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল আর আমার প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তবে মনোযোগসহকারে শোন! আমিও আজ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি আর আমিও সেসব কথাই বলছি যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে আস, আমার মোকাবিলা করে দেখাও। এটি বলে হযরত হামজা মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেন।

(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৯)

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার মুসলমানদের ঈমান অত্যন্ত দৃঢ়তা লাভ করে। (আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬, ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) বরং ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ামও এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হামজা এবং হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুহাম্মদ (সা.)-এর যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ও মিশন ছিল, তা দৃঢ়তা লাভ করে। (The life of Muahammad by sir William Muir, heading the Prophet insulted pg 89 Edition 1923) হযরত হামজা অন্যান্য মুসলমানের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত কুলসুম বিন হিদমের ঘরে অবস্থান করেন। মতান্তরে তিনি হযরত সাদ বিন খায়সামার ঘরে অবস্থান করেন। যাহোক হিজরত করে মদীনায় আসার পর রসূলে করীম (সা.) হযরত হামজা এবং হযরত জায়েদ বিন হারেসার মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তিতেই ওহুদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত হামজা হযরত যায়েদের পক্ষে ওসীয়্যত করে যান।

আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬, ১৯৯০ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত)

হিজরত করে মদীনায় আসার পরও কাফেরদের দুর্বৃত্তি বন্ধ হয় নি। তাদের হাসিঠাট্টা এবং মুসলমানদের উত্যক্ত করা বন্ধ হয় নি। তাই মুসলমানদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হতো এবং কাফেরদের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হতো। বর্ণনায় এসেছে কুরাইশের গতিবিধি এবং তাদের দুর্বৃত্তি সম্পর্কে খবর রাখার জন্য মহানবী (সা.) এর বিভিন্ন অভিযানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে যাতে হযরত হামজা অসাধারণ সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়ালে রসূলে করীম (সা.) হযরত হামজার নেতৃত্বে ত্রিশ জন উট আরোহী মুহাজেরদের একটি দল পূর্ব দিকে প্রেরণ করেন। হামজা এবং তার সাথিরা দ্রুতবেগে সেখানে পৌঁছলে দেখেন মক্কার সবচেয়ে বড় নেতা আবু জাহল তিনশত অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে এই সংখ্যা দশগুণ অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশের অনুবর্তীতায় ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলেন, মৃত্যুভয় তাদেরকে পিছু হটাতে পারত না। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়, সারিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় আর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়, এমন সময় সেই অঞ্চলের রইস মাজদি বিন আমর আল জোহনী, যিনি উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, মাঝে এসে তাদের মধ্যস্থতা করেন আর যুদ্ধ আরম্ভ হতে গিয়েও থেমে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৩২৯)

হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হামজাকেই প্রথম পতাকা দিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত হামজার সেনাবাহিনী এক সাথে বেরিয়েছিলেন এ কারণে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে (যে পতাকা কার হাতে দেওয়া হয়েছিল)। যাহোক দ্বিতীয় হিজরীতে বনু কায়েনকার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামজাই বহন করছিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ২৮৩)

মহানবী (সা.)-এর নির্দে শ ছিল যে, নিজের আত্মসম্মানবোধকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখা ভালো, এটি সব সময় অক্ষুন্ন ও অটুট রাখা উচিত। হযরত হামজা সব সময় এটি মেনে চলেছেন এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনায় হিজরতের পর অন্যান্য মুসলমানদের মতো হযরত হামজার আর্থিক অবস্থাও ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন, সে সময় একদিন হযরত হামজা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন যে, আমার ওপর কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করুন যেন জীবিকার কোন ব্যবস্থা করতে পারি। রসূলে করীম (সা.) তাকে বলেন, হে হামজা! নিজের আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুন্ন রাখা বেশি পছন্দনীয় নাকি সেটিকে পদদলিত করা। হযরত হামজা বলেন, আমি তো সেটিকে অটুট ও অক্ষুন্ন রাখাই পছন্দ করব। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে নিজের আত্মসম্মানবোধের সুরক্ষা কর।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২৪, ১৯৯৮সনে আলেমুল কুতুব বেরুতে মুদ্রিত)

এরপর মহানবী (সা.) হযরত হামজাকে দোয়ার ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বিশেষ কিছু দোয়া শেখান। যেমনটি হযরত হামজারই বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, এই দোয়াকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَرِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ (আল আসাবা ফিত তামীযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬, হামযা বিন আব্দুল মুতালিব,

১৯৯৫ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার সবচেয়ে বড় নাম এবং তোমার সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে যাচনা করছি। আর সব সময় তিনি এর সুফল ভোগ করেছেন। দোয়ার প্রতি হযরত হামজার কত বেশি ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর কেনই বা হবে না? এসব দোয়ার কল্যাণেই বাহ্যত সেই রিক্তহস্ত এবং খালি হাত মুহাজেরকে আল্লাহ্ তা'লা বাড়িঘর এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিয়েছেন। কিছুকাল পর হযরত হামজা বনু নাজ্জারের এক আনসার মহিলা খাওয়ালা বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) তার বাসায় যেতেন। হযরত খাওয়ালা পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর সে যুগের ভালোবাসাপূর্ণ কথা শোনাতেন। তিনি বলতেন, একবার রসূলে করীম (সা.) আমাদের ঘরে আসেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি বলে থাকেন কিয়ামত দিবসে আপনাকে হাউজে কাউসার দেওয়া হবে যা অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত হবে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ এটি সত্য আর এটিও শুনে রাখ যে, তোমার জাতি আনসারদের অন্যদের চেয়ে বেশি এই হাউজের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হওয়াটা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল,৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮২২, হাদীস নং ২৭৮৫৯ ১৯৯৮সনে আলেমুল কুতুব বেরুতে মুদ্রিত)

আনসারদের প্রতি তাঁর (সা.) কত ভালোবাসা ছিল আর তা শুধু একারণে যে, স্বজাতি যখন তাঁকে বহিষ্কার করে তখন আনসাররা তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে।

ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় হিজরীতে প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ হয়। বদরের যুদ্ধের সময় কাফেরদের পক্ষ থেকে আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখজুমি বেরিয়ে আসে। সে খুবই দুষ্ট প্রকৃতির এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। সে সংকল্প করে রেখেছিল যে, মুসলমানরা যেখান থেকে পানি পান করে সেখান থেকে আমি অবশ্যই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই হাউজ থেকে পানি পান করব বা সেটিকে নষ্ট করব বা এর পাশে গিয়ে মারা যাব। সে এই উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়। হযরত হামজা বিন আব্দুল মুতালেব তার মোকাবিলার জন্য আসেন। উভয়ে যখন মুখোমুখি হয় তখন হযরত হামজা তরবারির আঘাতে তার অর্ধেক পা কেটে ফেলেন। সে হাউজের পাশেই ছিল, তার কোমর প্রথমে মাটিতে পড়ে আর শপথের পূর্ণতার জন্য সে হাউজের দিকে অগ্রসর হয়। হযরত হামজা তার পিছু ধাওয়া করেন এবং আরেকবার আঘাত করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ২৯৮-২৯৯, বাব মাকতুলুল আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদুল মাখযুমী, ২০০৯ সালে দারে ইবনে হাযাম বেরুতে মুদ্রিত)

সে হাউজের পাশে মারা যায় কিন্তু পানি পান করার বা এটিকে নষ্ট করার যে দুরভিসন্ধি তার ছিল, সেটি সে চরিতার্থ করতে পারে নি।

হযরত আলী (রা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, এতে কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সারারাত বিনয়াবনত দোয়া এবং আকুতি মিনতিতে নিমগ্ন ছিলেন। কাফের বাহিনী যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় আর আমরা তাদের সামনে সারিবদ্ধ হই তখন হঠাৎ এক ব্যক্তির ওপর চোখ পড়ে, যে লাল উটে আরোহী ছিল আর মানুষের মাঝে তার বাহন বিচরণ করছিল। মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! হামজা! যারা কাফেরদের কাছে দণ্ডায়মান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, লাল উটে আরোহী ব্যক্তি কে আর কী বলছে? এরপর হুযূর (সা.) বলেন, এদের মাঝে কেউ যদি তাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের কোন হিতোপদেশ দিতে পারে তাহলে তা একমাত্র সেই লাল উটে আরোহী ব্যক্তিই দিতে পারে। তখন হযরত হামজা (রা.) এসে বলেন, উতবা বিন রাবিয়া কাফেরদের যুদ্ধ করতে বারণ করছে। প্রত্যুত্তরে আবু জাহল তাকে বলে যে, তুমি কাপুরুষ, যুদ্ধকে ভয় কর। উতবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আজকে দেখব যে, ভীরু কে। হযরত আলী বলেন, উতবা বিন রাবিয়া, তার পিছনে তার ছেলে এবং ভাইও বেরিয়ে আসে আর উচ্চ স্বরে বলে, কে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বের হবে? তখন বেশ কিছু আনসার যুবক তাদের উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা উত্তর দেন, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন লেনদেন নেই, আমরা শুধু আমাদের চাচাত ভাইদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প রাখি। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে হামজা! উঠো, আলী দণ্ডায়মান হও, হে উবায়দা বিন হারেস! এগিয়ে যাও। হামজা উতবার দিকে এগিয়ে যান, হযরত আলী বলেন, আমি সায়বার দিকে অগ্রসর হই, উবায়দা ও ওলীদের মাঝে যুদ্ধ হয় আর উভয়ই পরস্পরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর আমরা ওলীদের দিকে অগ্রসর হই এবং তাকে হত্যা করি আর উবায়দাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল মুবারেযা) তাদের উভয়ই অর্থাৎ হযরত আলী এবং হামজা স্ব স্ব বিরোধীকে হত্যা করেন। মহানবী (সা.) যখন বলেন, হে হামজা! উঠো, হে আলী! দাঁড়ও, হে উবায়দা বিন হারেস এগিয়ে যাও তখন তারা তিনজনই দণ্ডায়মান হয়ে উতবার দিকে অগ্রসর হলে সে বলে, তোমরা কিছু বল যেন আমরা তোমাদেরকে চিনতে পারি। কেননা তারা হেলমেট পরিহিত ছিলেন, মুখ ঢাকা ছিল। তখন হযরত হামজা বলেন, আমি হামজা, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সিংহ, এ কথা শুনে উতবা বলে, ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী, ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী।

(আততাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ১২)

হযরত হামজার বীরত্বের চিত্র দেখুন, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টির জন্য তিনি উট পাখির পাখনা যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে লাগিয়ে রাখেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমাইয়া বিন খালফ কুরাইশ নের্তৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে হযরত বেলালকে মক্কায় কষ্ট দিত আর বদরের যুদ্ধে আনসারদের হাতে নিহত হয়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি কে যার বক্ষে উট পাখির পাখনা লাগানো রয়েছে? আমি বললাম, ইনি হামজা বিন আব্দুল মুতালিব। তখন উমাইয়া বলা আরম্ভ করে যে, এ-ই সেই ব্যক্তি যে আজকে আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩০২, ২০০৯ সালে দারে ইবনে হাযাম বেরুতে মুদ্রিত)

ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মিউর বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত হামজার উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলেন, হামজা বাতাসে উট পাখির পাখনা মেলে সাথে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হতেন। (The life of Muahammad by sir William Muir, heading Battle of Ohod pg 260 Edition 1923) যুদ্ধে আরো বেশ কয়েকজন কাফের নেতাকে তিনি হত্যা করেন।

ওহুদের যুদ্ধেও হযরত হামজা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেনএ তার এ বীরত্ব মক্কার কুরাইশদের দৃষ্টিতে শূলের মত বিঁধত। বুখারীতে এর বিশদ বিবরণ এভাবে উল্লেখ আছে যে,

হযরত জাফর বিন আমর বিন উমাইয়া জামরি বর্ণনা করেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ বিন আদি বিন খিয়ারের সাথে সফরে যাই। সিরিয়া দেশের প্রসিদ্ধ শহর হামস-এ পৌঁছলে উবায়দুল্লাহ্ বিন আদি আমাকে বলেন, আপনি কি কৃষ্ণাঙ্গ ওয়াহশি বিন হারব-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান? হযরত হামজাকে হত্যা করা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করব। তিনি বলেন, ঠিক আছে। ওয়াহশি হামসে থাকত। অতএব আমরা তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করি। আমাদেরকে বলা হয় যে, ঐ যে সে তার ঘরের ছায়ায় এমনভাবে বসে আছে যেন অনেক অভিজ্ঞতা রাখে। জাফর বলেন, আমরা তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি এবং আসসালমু আলাইকুম বলি। সে সালামের উত্তর দেয়। উবায়দুল্লাহ তখন পাগড়ি পরিহিত ছিলেন, মাথা ও মুখ ঢাকা ছিল, ওয়াহশীর জন্য কেবল তার চোখ ও পা দেখা সম্ভব ছিল। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, হে ওয়াহশী! আমাকে চিনতে পার কি? তিনি বলেন, সে তাকে গভীর মনযোগের সাথে দেখে এবং বলে, আল্লাহ্র কসম না। তবে হ্যাঁ, কেবল এতটা জানি যে, আদি বিন খিয়ার এক মহিলাকে বিয়ে করে, তার নাম ছিল উম্মে কিতাল বিনতে আবি লায়স, যার গর্ভে মক্কায় আদির এক সন্তান হয়, আমি তাকে (অন্য মহিলার কাছে) দুধ পান করাতাম আর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মায়ের সাথে যেতাম এবং সেই বাচ্চাকে মায়ের হাতে তুলে দিতাম। আমি তোমার পা দেখেছি, তা দেখে মনে হয় তুমি সেই ব্যক্তি। এ কথা শুনে উবায়দুল্লাহ্ নিজের মুখ বের করেন। অর্থাৎ সে পা দেখেই চিনতে পেরেছে। এরপর তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত হামজার হত্যার ঘটনা শোনাও। সে বলে, হ্যাঁ হযরত হামজা তোমায়মা বিন আদি বিন খিয়ারকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। আমার মনিব যুবায়ের বিন মুত্য়িম আমাকে বলেন, তুমি যদি আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ হামজাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি মুক্তি পাবে। সে বলে, মানুষ যখন দেখল যে, ওহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে আর আয়নাইন ওহুদের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে একটি পাহাড়। ওহুদ এবং এর মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে। আমিও মানুষের সাথে যুদ্ধে বের হই। মানুষ যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয় তখন সিবা ময়দানে বের হয় আর বলে, কেউ কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মাঠে নামবে? একথা

শুনে হযরত হামজা বিন আব্দুল মুতালিব তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং বলেন, হে সিবা! তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছ? এটি বলে হযরত হামজা তার ওপর হামলা করেন এবং তার পাঠ চুকিয়ে দেন অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। ওয়াহশী বলে, আমি একটি বড় পাথরের নীচে হযরত হামজার জন্য ওত পেতে বসে থাকি আর কাছে আসতেই আমি আমার বর্ষা দিয়ে আঘাত করি এবং তার নাভির নিচে বর্ষা রেখে জোরে চাপ দিতেই তা অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটিই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত ছিল। মানুষ যখন যুদ্ধের পর ফিরে যায় আমিও ফিরে যাই আর মক্কায় অবস্থান করতে থাকি, যতদিন মক্কায় ইসলামের বিস্তার না ঘটে। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে তায়েফ চলে যাই। মানুষ মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত প্রেরণ করে আর আমাকে বলা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) দূতদের অসম্মান করেন না, অর্থাৎ দূতদের তিনি কিছুই বলেন না। আমিও তাদের সাথে যাই। আমি যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছি তখন তিনি (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি ওয়াহশী? সে বলে, হ্যাঁ, আমিই ওয়াহশী। তিনি বলেন, তুমিই হামজাকে হত্যা করেছিলে? আমি বলি, আপনি সঠিক সংবাদ পেয়েছেন। তিনি বলেন, যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি আমার সামনে এসো না। সে বলে, এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাই। যখন মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল হয় আর মুসায়লেমা কাজ্জাব বিদ্রোহ করে তখন আমি ভাবলাম যে, মুসায়লেমার দিকে অবশ্যই যাব, হয়ত তাকে হত্যা করার মাধ্যমে হযরত হামজাকে হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব। আমিও মানুষের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হই, যুদ্ধের অবস্থা যা হয়েছে তা তো হয়েছেই। আমি দেখলাম এক ব্যক্তি একটি দেওয়ালের ফাটলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন গোধূম বর্ণের কোন উট, মাথার চুল উস্কোখুস্ক। সে বলে, আমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বল্লম নিক্ষেপ করি এবং তার বুকের ওপর রেখে জোরে চাপ দিই আর তা তার উভয় কাধের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বেরিয়ে যায়, এরপর এক আনসারী তার শিরোচ্ছেদ করে। অর্থাৎ পরবর্তীতে তার এই পরিণাম হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলু হামযা বিন আব্দুল মুতালিব)

উমায়ের বিন ইসহাকের পক্ষ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের দিন হযরত হামজা বিন আব্দুল মুতালিব রসূলে করীম (সা.)-এর সম্মুখে দুই হাতে দুই তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আসাদুল্লাহ্, এটি বলে কখনো অগ্রে কখনো পশ্চাতে আসতেন। এই অবস্থায় পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে যান। ওয়াহশী আসওয়াদ তাকে দেখে, আবু ওসামা বলেন, সে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে। (আততাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ৮)

হযরত হামজা রসূলে করীম (সা.)-এর হিজরতের পর বত্রিশতম মাসে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তখন তার বয়স ছিল উনষাট বছর।

(আততাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ৬)

ঘটনা হলো, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ওহুদের দিন সৈন্যবাহিনীর সাথে আসে পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, যে বদরের যুদ্ধে হযরত হামজার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়। সে সংকল্প করে রেখেছিল যে, সুযোগ পেলে আমি হামজার কলিজা চিবিয়ে খাব। যখন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং হযরত হামজা সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন মক্কার মুশরেকরা মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করে অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে ফেলে। তারা হযরত হামজার কলিজার একটি টুকরা নিয়ে আসে। হিন্দা সেটি নিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে চিবাতে থাকে, কিন্তু তা গলাধঃকরণ করতে না পেরে মুখ থেকে ফেলে দেয়। এই ঘটনা অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আগুনের জন্য হযরত হামজার দেহের মাংসের কোন অংশ জ্বালানোকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। (আততাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ৬) মহানবী (সা.) হযরত হামজার লাশের পাশে এসে যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেন এবং তার মহান মর্যাদার যে শুভসংবাদ দেন, সে সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন হযরত হামজার লাশ দেখেন তখন দেখতে পান যে, তার কলিজা বের করে চিবানো হয়েছে। ইবনে হিশাম বলেন, ইতিহাসে লিখা আছে, অর্থাৎ রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনী যা ইবনে হিশাম লিখেছেন তাতে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) এই অবস্থ ায় হযরত হামজার লাশের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে হামজা! এই দুঃখের মত আর কোন দুঃখের আমি কখনো সম্মুখীন হব না, এর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক দৃশ্য আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। এরপর তিনি বলেন, জিব্রাইল এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সাত আকাশে হামজা বিন আব্দুল মুতালিবের নাম আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সিংহ হিসেবে লেখা হয়েছে।

(সীরাত ইবনে হিশাম,

হযরত জুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এক মহিলাকে সম্মুখ দিক থেকে খুব দ্রুত গতিতে আসতে দেখা যায়। তিনি শহীদদের লাশ প্রায় দেখেই ছিলেন। কোন মহিলা সেখানে এসে লাশ দেখুক, মহানবী (সা.) এটিকে সঠিক বলে মনে করেন নি। লাশের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, তাই তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে বাধা দাও, এই মহিলাকে বিরত রাখ। হযরত জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি ভালোভাবে দেখার পর দেখতে পাই তিনি আমার মা হযরত সুফিয়া (রা.)। তাই আমি তার দিকে ছুটে যাই এবং শহীদদের লাশ পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই আমি তার পথে রুখে দাঁড়াই। তিনি আমাকে দেখে আমার বুকে ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দেন। তিনি খুবই শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন, সরে যাও, আমি তোমার কোন কথা মানব না। আমি নিবেদন করলাম, মহানবী (সা.) আপনাকে বাধা দেওয়ার নির্দেশ নিয়েছেন যেন আপনি এ লাশগুলো না দেখেন। এ কথা শুনতেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছে থাকা দু'টো কাপড় বের করে বলেন, এই হলো দু'টো কাপড় যা আমি আমার ভাই হামজার জন্য এনেছি, কেননা আমি তার শাহাদতের সংবাদ পেয়েছি।

এ ছিল সে যুগের আনুগত্য। অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, এ কথা শুনতেই দুঃখ ভারাক্রান্ত ও পরম আবেগাপ্লুত হওয়া সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং রসূলে করীম (সা.)-এর কথা শোনা মাত্রই দাঁড়িয়ে পড়েন। এটি হলো পূর্ণ আনুগত্য। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইয়ের জন্য কাফনের কাপড় এনেছি। আমি শাহাদতের সংবাদ পেয়েছি, তুমি তাকে এই দুই কাপড়ে কাফন দিও। আমরা যখন হযরত হামজা (রা.) কে এই কাফনের কাপড় দু'টো পরিয়ে দাফন করতে যাচ্ছিলাম তখন দেখি, তার পাশেই একজন আনসার শহীদ হয়ে পড়ে আছেন, তার সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হয়েছে যা হযরত হামজা (রা.)-এর সাথে করা হয়েছিল। তখন আমাদের লজ্জা হয় যে, হযরত হামজা (রা.) কে তো দু'টো কাফনের কাপড় পরিয়ে দাফন করব আর এই আনসার একটি কাপড়ও পাবেন না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি কাপড়ে হযরত হামজা (রা.) কে আর দ্বিতীয় কাপড়ে এই আনসার সাহাবীকে দাফন করব। মাপ নিয়ে জানা গেল যে, এই দু'জনের একজন দীর্ঘকায়। তখন আমরা লটারি করি যে, যার নামে যে কাপড় আসবে তাকে সেই কাপড় বা কাফন পরিয়ে কবরস্থ করা হবে। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫২) অতএব হযরত হামজাকে একটি কাপড় পরিয়েই কাফন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে আসত আর চাদর পায়ের দিকে টানা হলে তার চেহারা থেকে কাপড় সরে যেত। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তার চেহারা ঢেকে দেওয়া হোক আর তার পা হারমল বা ইযখার ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হোক। হযরত হামজা এবং আব্দুল্লাহ বিন জাহাশকে, যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন, একই কবরে দাফন করা হয়। মহানবী (সা.) সর্ব প্র থম হযরত হামজার জানাযার নামায পড়ান।

(আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬,৭, হামযা বিন আব্দুল মুতালিব, ১৯৯০ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২, হাদীস ২১৩৮৭, মসনদ খাব্বাব বিন আল আরিত, ১৯৯৮ সালে আলেমুল কিতাব বেরুতে মুদ্রিত)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হামজার লাশকে সামনে রেখে জানাযার নামায পড়ান। এরপর এক আনসার সাহাবীর লাশ তার পাশে রাখা হয় আর তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর সেই আনসার সাহাবীর মৃতদেহ সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু হযরত হামজার লাশ সেখানেই থাকতে দেওয়া হয় আর এভাবে রসূলে করীম (সা.) সে দিন হযরত হামজার জানাযা অন্য সব সাহাবীর জানাযার নামাযের সাথে সত্তরবার পড়ান, কেননা প্রত্যেকবারই হযরত হামজা (রা.)-এর লাশ সেখানেই থাকত।

(আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১ হামযা বিন আব্দুল মুতালিব, ১৯৯০ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামজা আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সকল

নেককর্মে সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। শাহাদতের পর মহানবী (সা.) হযরত হামজার লাশকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার করুণাবারি আপনার ওপর বর্ষিত হোক। তিনি এমন ছিলেন যে,তার মতো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং পুণ্যকর্মশীল অন্য কেউ আছে বলে জানা নেই, আর আজকের পর আপনার ওপর আর কোন দুঃখ আসবে না। (আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯ হামযা বিন আব্দুল মুতালিব, ১৯৯০ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে মুদ্রিত) মহানবী (সা.) এর চাচা এবং মুসলমানদের এই বীর সরদার হযরত হামজার দাফন এত অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় হয় যে, পরবর্তীতে সাহাবারা বড় দুঃখের সাথে সর্বত্র এর উল্লেখ করতেন। স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও হযরত খাব্বাব সেই কষ্টের যুগের কথা স্মরণ করে বলতেন যে, হযরত হামজার কাফন ছিল মাত্র একটি চাদর, তাও পুরো শরীরে আসত না, মাথা ঢেকে পায়ের ওপর ঘাস রেখে দেওয়া হয়েছিল।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭১-৭২, হাদীস ২১৩৮৭, মসনদ খাব্বাব বিন আল আরিত, ১৯৯৮ সালে আলেমুল কিতাব বেরুতে মুদ্রিত)

একইভাবে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফের পক্ষ থেকেও এ ধরণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার রোযা রাখার পর ইফতারীর সময় খুবই সুস্বাদু খাবার উপস্থাপন করা হলে তা দেখে তার কষ্টের যুগের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন, হযরত হামজাও শহীদ হয়েছেন, তিনি আমার চেয়ে অনেক উন্নত ছিলেন। তিনি কাফনের চাদরও পান নি। এরপর আমরা ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য পাই, ইহজগতে যা পাওয়ার ছিল তা আমরা পেয়েছি। আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও আমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় নি তো অর্থাৎ এ পৃথিবীতেই দিয়ে দেওয়া হয় নি তো। এরপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন আর এতটাই কেঁদেছেন যে, খাবার খাওয়া সম্ভব হয় নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া ওহদ, হাদীস ৪০৪৫)

এরা সেইসব পুণ্যাত্মা ছিলেন যাদের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। যারা স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে নিজেদের ভাইদের স্মরণ করতেন, নিজেদের পূর্বের অবস্থাকে সামনে রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলের প্রতি মাগফেরাত করুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়েছেন, তাদের মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নত থেকে উন্নততর করা অব্যাহত রাখুন।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এটি, মহানবী (সা.) যখন ওহুদ থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) শুনতে পান যে, আনসার মহিলারা নিজেদের স্বামীর জন্য বিলাপ করছেন। মহানবী (সা.) বলেন, কারণ কী যে, হামজার জন্য বিলাপকারী কেউ নেই? এটি শোনার পর আনসার মহিলারা হযরত হামজা (রা.) এর শাহাদত উপলক্ষ্যে বিলাপের জন্য একত্রিত হয়ে যায়। অতপর রসূলে করীম (সা.) এর ঘুম এসে যায়। এরপর তিনি যখন জাগ্রত হন তখনও মহিলারা একইভাবে বিলাপ করছিল। এতে মহানবী (সা.) বলেন, এরা কি আজকে হামজার নামে বিলাপ করতেই থাকবে? তাদেরকে বল তারা যেন ফিরে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তারা যেন নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায় আর আজকের পর কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তারা যেন মাতম বা বিলাপ না করে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৮-৪১৯, হাদীস ৫৫৬৩, মসনদ আব্দুল্লাহ বিন উমর, ১৯৯৮ সালে আলেমুল কিতাব বেরুতে মুদ্রিত)

এভাবেই রসূলে করীম (সা.) লাশ সামনে রেখে বিলাপ করাকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন আর সকল প্রকার বিলাপ ও আহাজারির তিনি অবসান ঘটান। অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে রসূলে করীম (সা.) আনসার মহিলাদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। স্বামী এবং ভাইদের জন্য শোক প্রকাশ করতে বারণ করার পরিবর্তে প্রথমে তাদের দৃষ্টি হযরত হামজার প্রতি নিবদ্ধ করেন, মহান জাতিগত দুঃখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যার সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং বেদনার সম্মুখীন ছিলেন রসূলে করীম (সা.)। এরপর হামজার জন্য বিলাপ এবং আহাজারি করতে বারণ করে নিজের ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং তাদেরকেও এমন নসীহত করেন যা ছিল খুবই প্রভাব বিস্তারী এবং কার্যকরী। হযরত হামজার ইন্তেকালে মহানবী (সা.) এর দুঃখ এবং বেদনার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল ।

হযরত হামজার শাহাদত উপলক্ষ্যে হযরত কাব বিন মালেক তাঁর শোক গাথায় লিখেন যে, আমার চোখ অশ্রুপাত করে। হযরত হামজার ইন্তেকালে যথার্থই তাদের বিলাপের অধিকার রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সিংহের মৃত্যুতে হা-হুতাশ এবং আহাজারির ফলে কী লাভ হতে পারে? আল্লাহ্‌র সিংহ হযরত হামজা যে প্রভাতে শাহাদত বরণ করেছেন, তখন পৃথিবী উদাত্ত কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, এই বীর পুরুষ শাহাদত বরণ করেছেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৯, হামযা বিন আব্দুল মুতালিব, ১৯৯৬ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুতে প্রকাশিত)

আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন, তা যেন মুসলমানরা চিরকাল স্মরণ রাখে। তারা যে উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, যে নেক কর্ম করেছেন বা করে দেখিয়েছেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

প্রথম পাতার পর... **********

মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদিগকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থুলতা বর্জন কর, কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সেই দ্বার দিয়া কোন স্থুল-রিপু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র মুখ-নিঃসৃত বাণী, যাহার আমার দ্বারা প্রচারিত হইতেছে, তাহা মানে না! তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই-ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। খোদা তা'লার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অহঙ্কারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; বিশ্বাসঘাতক তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে, সে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যাহারা সংসারাসক্ত এবং সংসার সংভোগে নিমগ্ন তাহারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসাক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে হাসিবে। যে তাঁহার জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠ, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসরমান হইয়া খোদা তা'লার বন্ধু হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও, যেন তিনি তোমাদের হইয়া যান।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১১)

কিয়াতমত অস্বীকারকারীদের পরিণাম

"শয়তান অনেক সন্দেহের সৃষ্টি করে, এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্দেহ যা মানুষের মনে উদয় হয় ও তাকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা হচ্ছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত সন্দেহ। পরকালের উপর বিশ্বাস অন্যান্য বিভিন্ন কারণ ও উৎস ছাড়াও পুণ্য ও সৎকর্মশীলতার বড় উৎস। যখন কোন ব্যক্তি পরকাল এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়কে কেবলমাত্র কেচ্ছা কাহিনী বলে মনে করে, তবে ধরা যেতে পারে যে, সে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সে উভয় জগৎই হারিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে ভীতি একজনকে উৎকণ্ঠিত ও ভীত করে এবং তাহাকে সত্যিকার জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে। খোদা ভীতি ব্যতীত কখনও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব স্মরণ রেখ যে, পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহ বিশ্বাসকে বিপদগ্রস্ত করে এবং কারও জীবনের সমাপ্তি অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়"।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড)

ইমামের বাণী

এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। (ফতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় অর্ধ বার্ষিকী

জামাতের একনিষ্ঠ সদস্যদের প্রতি খোদার রাস্তায় সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন

তাহরীদের জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রমযান মাসের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

" যদি রমযান থেকে উপকৃত হতে হয় তবে তাহরীকে জাদীদের উপর আমল কর আর যদি তাহরীকে জাদীদ থেকে উপকৃত হতে হয় তবে সঠিক অর্থে রোযা থেকে উপকৃত হও। তাহরীক জাদীদ হল সাদামাটা জীবন যাপন করা এবং নিজেকে পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অভ্যস্ত করা। রমযানও আমাদেরকে এই একই শিক্ষা দিতে আসে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান এসেছে তা অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা কর। .... প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদময় হয় এবং তাহরীক জাদীদ রমযানময় হয়। রমযান যেন আমাদের জন্য প্রবৃত্তি দমনকারী হয় আর তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবনকারী হয়। তাই আমি যখন বলেছি যে, রমযান থেকে উপকৃত হও তখন এর অর্থ ধরে নেওয়া উচিত যে, তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে রমযানের আলোকে উপলব্ধি কর। আর যখন আমি বলেছি যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, তখন এর অর্থ ভিন্ন বাক্যে এই যে, তোমরা সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে রমযানের পরিস্থিতির মধ্যে রাখ এবং যথাযথ ও ধারাবাহিক কুরবানীর অভ্যাস তৈরী কর। যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই ব্যতীত হয় সেটি রমযান নয়। আর যে তাহরীকে জাদীদ আত্মাকে সঞ্জীবিত না করে করেই অতিবাহিত হয় সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়। " (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠ নভেম্বর, ১৯৩৮)

হুযুর (রা.) বলেন: রমযানের যে শেষ দশদিন আসতে চলেছে তা তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিগত কুরবানী জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনকারী হিসেবে ব্যয় করুন। যারা বিগত বছর গুলিতে কুরবানীর তৌফিক পেয়েছেন তারা এর জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া যেন করে যে, সে ধর্মের মর্যাদা ও দৃঢ়তার জন্য সেলসেলার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তার উপর স্বীয় কৃপা ও অনুকম্পা নাযেল করুন এবং তার জন্য সেই ভালবাসা ও নিষ্ঠা অনুসারে স্বীয় আশিস ও ভালবাসা নাযেল করুন যার কারণে সে খোদা তা'লার পথে কুরবানী করেছিল। আমীন।

(আলফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮)

জামাতের নিষ্ঠাবানদের রীতি হল তারা রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদে নিজেদের চাঁদার ওয়াদা একশ শতাংশ পূর্ণ করে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও আশিস অর্জনের চেষ্টা করে। অতএব জামাতের সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন ২০ রমযান অর্থাৎ ৫জুন পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর দোয়ার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন, জামাতের সকল একনিষ্ঠ সদস্যদের সম্পদে অপার বরকত দিন এবং তাদেরকে নিজের অসীম কৃপা, বরকত ও রহমত দ্বারা ভুষিত করুন।

ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।

নুরুল ইসলামের সময়

প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছুটির দিন)

ফোন নম্বর : 1800 3010 2131

এই টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করে আপনি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে বিশদে জানতে পারেন

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, ত দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়াতেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে তা হলে তার অপেক্ষা বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

(আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫২ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যক অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

অন্যথায় মসজিদ উদ্বোধন করা আর জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখানে মালমো-তে মসজিদ নির্মাণের পিছনে আপনার অভিপ্রায় কি ছিল?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে আহমদী মুসলমানদের ইবাদতের জন্য যথারীতি নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না, যেখানে একত্রিত হতে পারে বা বা-জামাত নামাজ পড়তে পারে। কিন্তু এখন আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি। প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়া আমাদের কর্তব্য। অতএব এই মসজিদের উদ্দেশ্যও হল আমরা আহমদীরা মসজিদে যেন একত্রিত হতে পারি আর বা-জামাত নামায পড়তে পারি। এছাড়াও আরও উদ্দেশ্যও আছে। যেমন- এখানে মাল্টিপারপাস হলও তৈরী হয়েছে যেটিকে কমিউনিটি হলও বলা যেতে পারে যেখানে আহমদী যুবক বা অনেক সময় বড়রাও এসে খেলাধুলা করতে পারে, নিজেদের বৈঠক করতে পারে এবং নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানও করতে পারে।

এরপর সাংবাদিক বলেন: এখানে নিরাপত্ত ব্যবস্থা বেশ কঠোর দেখছি। এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীতে এক সর্বব্যাপী অস্থিরতা বিরাজ করছে। কিছু ইউরোপিয়ান দেশেও আমাদেরকে মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। তাই যখনই আমরা আহমদীরা এখানে একত্রিত হই, তখন নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রত্যেক আহমদীকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয় যা স্ক্যান করানোর পর মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন। বাইরের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে আসতে পারে, কিন্তু তার সিকিউরিটি চেকআপ হবে। কেননা, কেবল আহমদী মুসলমানদেরই বিপদ হবে না, বরং এই কট্টরপন্থার কারণে প্রত্যেকের জন্য বিপদ অপেক্ষা করে আছে। এমনকি আপনারও বিপদ হতে পারে। যাইহোক আমাদের মসজিদ অনায়াসে (আক্রমণের) লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। এই কারণে আমাদেরকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়।

সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সম্পর্ক পাকিস্তানের সঙ্গে। আপনি কি কোন সমস্যা ছাড়াই পাকিস্তানে যেতে পারেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আমি পাকিস্তানে ছিলাম, এমনকি সেখানে আমার বিরুদ্ধে মুকদ্দমাও দায়ের করা হয়েছিল, যার কারণে আমার কারবাসও হয়েছে। তাসত্ত্বেও আমি পাকিস্তান ত্যাগ করি নি। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার শীর্ষনেতা হিসেবে আমি নির্বাচিত হওয়ার পর আমি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আর জামাতও এই প্রস্তাব দেই যে, আমি যেন পাকিস্তানের পরিবর্তে লন্ডনে থাকি। কেননা, পাকিস্তানের আইন জামাতের শীর্ষনেতা বা কোন আহমদীকে নিজেদের ইচ্ছামত ধর্মবিশ্বাসের উপর অনুশীলন করার বা তবলীগ করার অনুমতি দেয় না। আমি সেখানে আইন অনুসারে না নামায পড়তে পারি, আর না খুতবা দিতে পারি বা নিজেকে মুসলমান বলতে পারি।

একথা শুনে সাংবাদিক বলেন, এর অর্থ হল পাকিস্তানে ইসলামের একটিই পরিভাষা।

হুযুর বলেন: তারা বলে আমরা ধর্মচ্যুত এবং মূল ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। তারা আমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। এই কারণেই তারা পার্লামেন্টে আমাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছে। তাই সেখানে এমন আইন তৈরী হয়ে আছে যে, আমি যখনই পাকিস্তান যাব কোন মৌলবী থানায় গিয়ে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। আমি নামায পড়তে পারি না, এমনকি 'আসসলামো আলাইকুমও বলেতে পারি না।

সাংবাদিক বলেন: আপনি কি পাকিস্তান সফরে যেতে পারেন?

হুযুর বলেন: আমি পাকিস্তান গিয়ে কি করব? আমি প্রতি জুমায় খুতবা দিই যা আমাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হয়। তাই আমি সেখানে গেলে নামায পড়াতে পারব না এবং নিজেকে মুসলমান বলতে পারব না। সে বিষয়কে আমি কিভাবে অস্বীকার করতে পারি যার উপর আমার ঈমান আছে?

সাংবাদিক সব শেষে প্রশ্ন করেন যে, প্রতি বছর শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা কি আপনার জামাতের জন্য অনেক বড় সমস্যা?

হুযুর বলেন: এটি সমস্যা নয়, বরং জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে এটিও একটি, যেখানে আমরা শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করি, অ-আহমদী ও অ-মুসলিম সদস্যদের এক বিরাট অংশ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সেখানে রাজনীতিবিদরাও আসেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন আর আমিও ভাষণ দিই আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরি এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলি। এছাড়াও আমাদের জামাতের সব থেকে বড় যে অনুষ্ঠান হয় সেটি হল বাৎসরিক জলসার আয়োজন। এটি প্রত্যেকটি দেশে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যেও হয়। যেহেতু আমি যুক্তরাজ্যে উপস্থিত থাকি সেই কারণে এটিকে আন্তর্জাতিক জলসা বলে গণ্য করা হয়। এই জলসায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার পর্যন্ত মানুষ অংশ গ্রহণ করে থাকেন আর তিন দিন পর্যন্ত এর আয়োজন হয়। এখানেও অনেক অ-আহমদী ও অ-মুসলিম অতিথিরা আসেন, সংখ্যা গরিষ্ঠ আহমদী সদস্যরাই থাকেন।

সাক্ষাতকারের শেষে সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারকে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

Sydsvenskan পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতকার

সংবাদ প্রতিনিধি সাক্ষাতকারের শুরুতে বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর ভীষণ আনন্দ হয়েছে। হুযুর আনোয়ার তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর সংবাদ প্রতিনিধি বলেন, মালমোতে নির্মেয় মসজিদ প্রসঙ্গে আপনি কি কিছু বলতে চাইবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি প্রথমবার যখন মালমো আসি, সেই সময় এখানে কৃষিক্ষেত ছিল, কিন্তু এবার এসে দেখি কৃষিভূমির উপর এক নয়নাভিরাম ভবন তৈরী হয়ে গেছে। মসজিদ হল সেই স্থান যেখানে আমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার উপাসনার জন্য একত্রিত হই। তাই যদি নিজের ধর্মের প্রতি কারো টান থাকে, তবে এই দৃশ্য দেখে মানুষ আপ্লুত হয়ে পড়ে যে, তার কাছে এমন জায়গা আছে যেখানে জামাতের মানুষ এবং মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে ইবাদত করতে পারে এবং খোদা তা'লার নিকট সিজদাবনত হতে পারবে।

সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, আপনার এবং জামাতে আহমদীয়ার জন্য মালমোতে মসজিদ তৈরী করা এত জরুরী কেন ছিল?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানেই আমাদের জামাত রয়েছে, আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি। আমরা কেবল মালমোতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করছি, এমন ধারণা সঠিক নয়। এখানে যথেষ্ট সংখ্যক আহমদী বসবাস করেন। তারা বলেছে, আমরা মালমোতে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাই আর তারা নির্মাণ করেছে। জার্মানীতেও আপনি দেখবেন যে, বড় শহরে নয়, বরং ছোট ছোট শহরেও যেখানকার জনসংখ্যা হয়তো কুড়ি পঁচিশ হাজার হবে আর সেখানে আহমদীরা বসবাস করছে, তারাও সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছে। তাই যেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন, সেখানে আমরা চেষ্টা করি যেন আমাদের উপাসনার জন্যও একটি জায়গা থাকে। ঠিক তেমনি ভাবে যেভাবে অতীতে যেখানেই খৃষ্টানরা বাস করত সেখানে তারা গীর্জা তৈরী করে নিত।

সংবাদ প্রতিনিধি বলেন, এখনও তৈরী করে। হুযুর বলেন, অনেক সময় এখনও করে। বেশিরভাগ আফ্রিকায় করে থাকে আর ইউরোপকে ভুলেই গেছে।

প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের ধর্ম এবং অন্যান্য মুসলমানদের ধর্মের মধ্যে বড় পার্থক্য কোনটি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের নতুন কোন ধর্ম নয় বা ইসলাম থেকে আমাদের ধর্ম ভিন্ন কোন ধর্ম নয়। আমরাও ইসলামের সেই নবী মহম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস রাখি এবং সেই ধর্মগ্রন্থ কুরআন কারীমের উপর বিশ্বাস রাখি যার উপর অন্যান্য মুসলমানরাও রাখে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নবী করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে মুসলমানরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে ভুলে যাবে এবং সেই সময় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি দাবি করবেন। সেই সময় তোমরা তাঁকে এই এই নিদর্শনাবলী দেখে যাচাই করে নিও। এই নিদর্শনাবলী ও লক্ষণাবলী অনেক রয়েছে।

হুযুর বলেন: অতএব আমরা বিশ্বাস রাখি যে, সেই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। রসুল করীম (সা.) যে যে লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছিলেন সেগুলি অনুসারে শেষ যুগে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপকরণের আধিক্য দেখা দিবে। কিছু ঐশী নিদর্শনও প্রকাশ পাবে। যার মধ্যে সূর্য এবং চাঁদকে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ লাগা অন্যতম একটি নিদর্শন। অতএব আমরা বিশ্বাস রাখি যে, এই নিদর্শনাবলী পূর্ণ হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানরা বলে যে, যে মসীহ্‌র আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। আর আমাদের বিশ্বাস হল মানুষ মাত্রই কিছু কাল পৃথিবীতে সময় অতিবাহিত করার পর মৃত্যু বরণ করে। আমাদের এও বিশ্বাস যে, কোন মৃত ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে আসতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি সম্পর্কে রসুল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি মসীহ নাসেরী ছিলেন না, বরং সেই মসীহ্‌র গুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তি ছিলেন। তাই আমাদের বিশ্বাস সেই ব্যক্তি এসে গেছেন। আপনি বলতে পারেন যে, আমাদের ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এটিই সব থেকে বড় পার্থক্য।

হুযুর বলেন: এই বিভেদ সত্ত্বেও যে সমস্ত মুসলমানরা উপলব্ধি করছে যে, সত্য কি তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলেছেন। ১২৭ বছর পূর্বে ১৮৮৯ সালে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত

মসীহ হওয়ার দাবি করল এবং সেই দাবির ১২৭ বছর পর সেই ব্যক্তির জামাত প্রায় ২০৭ টি জামাতে পৌঁছে গেল, যখন তার মৃত্যু হল সেই সময়ও আহমদীদের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল আর সেই সময় যোগাযোগ মাধ্যম এবং সুযোগ সুবিধা তেমন ছিল না যেমনটি আজ আছে। বর্তমানে যারা আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশই মুসলমান। যদিও মুসলমান মোল্লারা অনেক চেঁচামেচি করে এবং কিছু কিছু দেশে আমাদের উপর জুলুম অত্যাচার হচ্ছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়েছে; কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দিচ্ছে।

সংবাদ প্রতিনিধি বলেন: আপনাদের উপর পাকিস্তানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হুযুর বলেন: এটি একেবারে সঠিক কথা। আমরা পাকিস্তানে নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারি না। আইন মতে আহমদীরা অমুসলিম।

প্রতিনিধি বলেন, পাকিস্তানে আহমদীদেরকে কেন বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? বা আহমদীদের নিয়ে পাকিস্তানে কিসের বিপদ বা আশঙ্কা রয়েছে যার কারণে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করা হয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা পাকিস্তানের জন্য কোন বিপদ বা ভয়ের কারণ নই। পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদী ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বিরাট সংখ্যক আহমদী পাকিস্তানের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই সময় তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। সম্প্রতিও এক আহমদী সেনা যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল, উগ্রবাদীদের হাতে শহীদ হয়েছে। তাকে রাবওয়ায় দফন করা হয় যেখানে আহমদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাই আমরা যদি কিছু অনুচিত করছি, তবে পাকিস্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জন কেন দিচ্ছি? আর পাকিস্তানের সেবা কেন করছি?পাকিস্তানের প্রথম নোবেল বিজেতা একজন আহমদীই ছিলেন যাকে যিয়াউল হক নিজে পাকিস্তানী বলে স্বীকার করেছে। অপরদিকে এই যিয়াউল হকই আহমদীদের বিরুদ্ধে আরও আইন বলবৎ করেছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই যেখানে তাদের স্বার্থ থাকে সেখানে তারা আমাদেরকে আইন মান্যকারী এবং বিশ্বস্ত পাকিস্তানী হিসেবেও মনে করে। তারা এসব কিছু করে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে যার সূচনা করে তৎকালীন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী যুলফিকার আলি ভুট্টু এবং এর পর এতে মার্শাল ল'-এর অধীনে যিয়াউল হক আরও সংযোজন করে। এসব কিছু করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং মোল্লাদেরকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করতে।

এরপর সংবাদ প্রতিনিধি বলেন: আমি দেখেছি যে, আপনি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন শীর্ষ-নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে পত্র লেখেন। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

হুযুর বলেন: একথা ঠিক যে, আমি সারা দুনিয়ায় সফর করি। কিন্তু সেই সফরের উদ্দেশ্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা নয়, বরং আমি জামাতের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সফর করি যাদেরকে আমি ভালবাসি এবং তারা আমাকে ভালবাসে। এই সফরের সময় যদি স্থানীয় জামাতের ব্যবস্থাপনা সেখানকার রাজনীতিক ও নেতৃবর্গের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে বা বিভিন্ন রাজনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সুযোগ পাওয়া যায় তবে তাদের সঙ্গেও দেখা করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীর শান্তিই আমার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে আমি অনেক দিন থেকে কথা বলছি। এই কারণেই আমি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব এবং ইরান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গ এমনকি পোপকেও পত্র লিখেছি। যাতে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করি।

সংবাদ প্রতিনিধি বলেন: আপনার কাছে কি এর কোন সমাধানসূত্র রয়েছে?

হুযুর বলেন: এর সমাধানসূত্র যা আমি প্রত্যেক বার বলে থাকি, তা হল এই যে, নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টাকে সনাক্ত করুন এবং পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করুন। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাও একথাই বলেছেন যে, আমার আগমণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক, মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টার নিকটে টেনে আনা এবং দ্বিতীয়তঃ মানবজাতিকে মানুষের পরস্পরের অধিকারের বিষয়ে মনোযোগী করা। জাপানে এক বৌদ্ধ পাদ্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, শান্তির পরিভাষা কি? আমি তাকে এই উত্তর দিয়েছিলাম যে, নিজের অধিকার দাবি করার পরিবর্তে অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা। যদি প্রত্যেকেই এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে নিজে থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অপরের অধিকার আত্মসাৎ করার পরিবর্তে তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দাও। এই পথেই আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

প্রতিনিধি: আপনি বিভিন্ন নেতৃবর্গকে পত্র লিখেছেন। সেগুলির কি উত্তর পেয়েছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কেবল কানাডা ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উত্তর প্রাপ্ত হয়েছি। তারা লিখেছেন যে, আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছি এবং নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডারের আয়তন কমিয়ে আনছি। এটি ছিল এক প্রকার রাজনৈতিক উত্তর। আমি জানি না যে, তারা আদৌ এটিকে বাস্তবায়িত করবে কি না।

প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, সুইডেন এবং পৃথিবীব্যাপী আইসিস প্রসঙ্গে অনেক বিতর্ক হয়েছে। অনেক যুবক যারা এই সমস্ত ইউরোপিয়ান দেশে বড় হয়েছে তারা এখান থেকে সিরিয়া গিয়ে আইসিসে যোগ দিচ্ছে। অনেকেই কেন এতে যোগ দিচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুযুর বলেন: এর একাধিক কারণ আছে। একটি কারণ যা আমি সাধারণভাবে বলে থাকি তা হল অর্থনৈতিক। আর অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং বিশ্লেষক একথা স্বীকারও করছেন। ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকটের পরিণামে যুবক শ্রেণীর মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি প্রকট হয়। অনেকের চাকরী চলে যায়। কেবল যুক্তরাজ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের চাকরী খুইয়েছেন। এক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি হলেও যুবক শ্রেণীর এর লাভ পায় না বললেই চলে। অভিজ্ঞরা চাকরী পেয়ে যায়, কিন্তু যুবকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না আর আইসিস এদেরকে পাঁচ হাজার, ছয় হাজার বা দশ হাজার ডলার মাসি বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের দিকে আকর্ষিত করছে। যে ব্যক্তি মাসে একশ ডলার পায়, সে যদি হাজার হাজার ডলার পায়, তবে আপনি নিজেই ব্যাপারটি অনুমান করুন। তাই এর একটি কারণ এটি।

হুযুর বলেন: এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন-আপনি যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলে জান্নাত পাবেন, এই ধরণের আরও বিষয় রয়েছে। কিন্তু এটি ইসলামী শিক্ষা নয়। এরা তাদের সামনে কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে উগ্রপন্থীতে পরিণত করছে এবং নিজেদের দ্বারা প্রভাবান্বিত করছে এবং নিজেদের স্বরচিত শিক্ষার উপর আমল করাচ্ছে।

হুযুর বলেন: যুবকদের এমনও এক শ্রেণী রয়েছে যারা আইসিস-এর হাত থেকে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে। এরা বলে যে, আমরা সেখানে এই সদুদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম যে ইসলামের বিষয়ে শিখব এবং ইসলামের সেবা করব। কিন্তু তারা সেখানে অত্যাচার ও বর্বরতা ছাড়া কিছুই দেখে নি। অতএব এই সমস্ত যুবকদের যদি কট্টরবাদী বানানো হচ্ছে তবে সরকারেরও উচিত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, তাদেরকে কেন কট্টর বানানো হচ্ছে এবং এর পিছনে কি কি কারণ রয়েছে? এখন তো রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং কিছু সাংবাদিক যারা সেখানে গিয়েছিল তারা বলছে যে, এই এই পদক্ষেপ গৃহীত হলে যুবকদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অতএব যেমনটি আমি বলেছি যা কিছু আইসিস করছে তা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর বলেন: এও বলা হচ্ছে যে, যে সমস্ত যুবকরা সব থেকে বেশি অত্যাচার করেছে তারা আফ্রিকা, এশিয়া বা পৃথিবীর অন্যত্র থেকে আসে নি, বরং স্থানীয় ইউরোপের বাসিন্দা ছিল। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে যে, এমনটি কেন হচ্ছে?

হুযুর বলেন: অপরদিকে আপনি এও দেখবেন যে, আহমদী যুবকরা এই সমস্ত উগ্রবাদীদের দ্বারা radicalise হচ্ছে না। কেননা, আমাদের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। প্রকৃত ইসলাম কি তা আমরা তাদেরকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দিয়ে থাকি।

প্রতিনিধি বলেন, এখন সুইডেনে আইন তৈরী হয়েছে যে, আইসিসে গিয়ে যোগ দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। অর্থাৎ কেউ আইসিস ছেড়ে ফিরে আসতে চাইলেও তাদের জন্য পথ বন্ধ। এমন যুবকদের কি ক্ষমা করে দেওয়া উচিত?

হুযুর বলেন: যদি সেখানে কেউ অসৎ উদ্দ্যেশে গিয়ে থাকে তবে তাকে আইনের সম্মুখীন হতে হবে। কে কোন উদ্দেশ্যে গিয়েছিল এবং তার সুযোগ পাওয়া উচিত না শাস্তি পাওয়া উচিত তা তদন্ত করা আদালত এবং আইনের কাজ।

সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, এখানে সুইডেনে মহিলাদের সঙ্গে করমর্দনের বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছে। আর কিছু মানুষের মতে আপনি যদি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন না করেন তবে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি তাদেরকে সম্মান করেন না। এবিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যদি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন না করি, তবে আপনি কি করে জানবেন যে আমার মনে কি আছে? আমি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না নিজের ধর্মীয় শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের কারণে।

(ক্রমশ:....)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বাণীর আলোকে খিলাফত ব্যবস্থাপনা

খোদা তা'লার কর্মগত সাক্ষী

আমীরুল মুমেনীন হযরত মির্যা মাসুরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ২৭শে মে ২০০৫, বায়তুল ফুতুহ মসজিদে তাঁর প্রদত্ত খুতবায় বলেন,

"আজ আল্লাহ তা'লার ফজলে জামাত আহমদীয়ার ইতিহাসের সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তা'লা কেবলই তাঁর কৃপাবশতঃ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতভুক্তদেরকে ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় বদলে দিয়েছেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামাত আহমদীয়াকে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সেই মর্যাদা ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যা পূর্বে ছিল। আর আল্লাহতা'লা তাঁর কর্মগত সাক্ষীর দ্বারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও নবী ছিলেন। এবং তিনিই সেই খলীফা ছিলেন, যাঁর উপর চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে পৃথিবীতে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর পশ্চাতে খিলাফত ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা অবধারিত ছিল।

অতএব আজ ৯৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জামাত আহমদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ বিষয়ের সাক্ষী দেয় যে, আমরা বিগত ৯৭ বছর যাবৎ এই সম্পর্কে আল্লাহতা'লার কর্মগত সাক্ষী পূর্ণ হতে দেখেছি এবং দেখে চলেছি। আর শুধুমাত্র আহমদীরা-ই নয় বরং অ-আহমদীরাও একথা স্বীকার করে। পূর্বের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর, প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার মৃত্যুর পরের এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু, আমি যেরূপ পূর্বেও একবার বলেছি, খিলাফতে খামেসার নির্বাচন প্রক্রিয়ার দেখে, যা সে সময় এম.টি.এ-তে দেখানো হচ্ছিল, বিরোধীরাও স্বীকার করেছে যে, তোমাদের সত্য হওয়ার বিষয়টি আমরা জানি না কিন্তু এটা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লার কর্মগত সাক্ষী তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অতএব এটি জামাতে আহমদীয়ার উপর আল্লাহ্ তা'লার বিরাট অনুগ্রহ এবং পুরস্কার , আমরা এর জন্য যত বেশিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন, যথেষ্ট নয়। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই এই নিয়ামতরাজিকে আরও বর্ধিত করবে।

খিলাফত ব্যবস্থা চিরন্তন

খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত লোকের সাথে রয়েছে যারা মজবুত ঈমানের অধিকারী এবং সৎকর্মশীল। মোমিনরা যখন এমন মান প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন আল্লাহতা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবেন। নবীর মৃত্যুর পর খলীফা এবং প্রত্যেক খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার মাধ্যমে ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকবে। এটাই আমরা বিগত ১০০ বছর যাবৎ প্রত্যক্ষ করে আসছি। কিন্তু শর্ত হল এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতকারী হতে হবে এবং জগতের আনন্দ- উৎসব তাদেরকে প্রভাবিত করে যেন শিরকে লিপ্ত করবে না। যদি তারা অকৃতজ্ঞ হয়, ইবাদতের প্রতি উদাসীন হয়, জাগতিকতা তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'লার আদেশাবলীর থেকে অধিক প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়, তবে এই অবাধ্যতার কারণে তারা এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব তাদেরই চিন্তা করা উচিত যারা খিলাফতের পুরস্কারের গুরুত্ব বোঝে না। ..... এরা সেই সমস্ত লোক যারা খিলাফতের পদমর্যাদা না বোঝার কারণে দুষ্কৃতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারাই ধ্বংস হবে যারা খলীফা বা খিলাফতের পদমর্যাদা বোঝে না, উপরন্ত হাসি-বিদ্রুপ করে। অতএব এটি তাদের জন্য সতর্কবাণী যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে। এটি ঐসকল দুর্বল আহমদীদের জন্য সতর্কবাণী যারা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তার পক্ষে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন উপায়ে ছিদ্রান্বেষনের সুযোগে থাকে।"

খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য দোয়া

পুণ্যবান হও এবং অবিরাম দোয়ায় রত থাক যেন তোমাদের মধ্যে এই খিলাফতের পুরস্কার চিরকাল অব্যাহত থাকে। যেরূপ আমি বলেছি, এই সম্মান বজায় রাখার জন্য যা গত ৯৭ বছর যাবৎ কোন বিশেষ দেশের লোকেদের ভাগ্যে চলে আসছে অথবা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বংশের ভাগে চলে আসছে তবে এটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে দোয়া এবং সৎ কর্মের প্রয়োজন। নতুবা যে জাতি একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়াতে অগ্রণী হবে খিলাফতের ধ্বজা তারাই বহন করবে। কেননা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সাথে আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি আছে যে এই কুদরত চিরন্তন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরন্তন কুদরতের সাথে শর্ত সংযুক্ত রয়েছে। সেটি হল পুণ্য কর্মের শর্ত।"

"এই যুগের মহিমার মূল্যায়ন কর এবং পশ্চাতবর্তীদের জন্য পুণ্য কর্মের দৃষ্টান্ত রেখে যাও যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলি তোমাদেরকে ভালবাসা ও গর্বের সাথে স্মরণ করে এবং তোমাদেরকে গৃহ ধ্বংসকারী হিসেবে নয় বরং আহমদীয়াতের স্থপতিদের মধ্যে গণ্য করে।"

" কোন ব্যক্তি যতই বিজ্ঞ ও পন্ডিত হোক না কেন, খলীফার মোকাবিলায় সে কোন মূল্যই রাখে না। কেননা জামাতের পথ-প্রদর্শন এবং উন্নতির জন্য আল্লাহ তা'লার খলীফার মুখ দিয়ে এমন কথা বার করিয়ে দেন যা আল্লাহ তা'লার ইচ্ছানুরূপ হয়ে থাকে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত যেন সে বৃথা ও অর্থহীন বিষয়ে লিপ্ত না হয় এবং খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করে যাতে খিলাফতের বরকত সর্বদা আপনাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকে।"

"প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে দোয়ার মাধ্যমে এই কৃপারাজি অন্বেষণ করা উচিত যেগুলির প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে দিয়েছিলেন। নিজেদের সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ত্যাগের কথা স্মরণ করুন এবং সর্বদা স্মরণ রাখুন যে, তারা খিলাফতের স্থাপনা এবং দৃঢ়তার জন্যও অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।"

ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করেছে

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) খিলাফত জুবিলি উপলক্ষ্যে তাঁর বিশেষ বার্তায় বলেন-

"আজকে খিলাফতে আহমদীয়ার এক শত বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই দিনটি আমাদেরকে জামাতে আহমদীয়ার একশত বছর জুড়ে পরিব্যপ্ত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যখন আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মার্চ ১৮৮৯ সালে আল্লাহ তা'লার একজন মনোনীত পুরুষ আল্লাহ তা'লার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে একটি পবিত্র জামাত স্থাপন করার ঘোষণা করেন। তাঁর লক্ষ্য এবং এই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল খোদা এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা, মানবজাতিকে এক ও অদ্বিতীয় খোদার সামনে নত মস্তক হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এবং এর জন্য চেষ্টা করা, পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করে আঁ হযরত (সাঃ) এর পতাকা তলে একত্রিত করা এবং মানুষকে মানবাধিকার দেওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেই ব্যক্তি যাকে খোদা তা'লা যুগের ইমাম এবং মসীহ ও মাহদীর উপাধি দ্বারা ভুষিত করেছেন, জামাতের স্থাপনা এবং বয়াতের সূচনাকাল ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় উনিশ বছর আল্লাহ তা'লার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে তাঁর এই মিশনকে যাবতীয় বিরোধীতা এবং প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্বেও এমন গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যে, প্রত্যেক বিরোধী যে কেউ খোদার এই বীর পুরুষের মোকাবিলায় এসেছে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। অবশেষে, প্রত্যেক মানুষ যে এই পৃথিবীতে এসেছে, আল্লাহ তা'লার এই চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাকে ইহকাল ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। আর সেই ব্যক্তি যে খোদার প্রিয় বান্দা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রকৃত প্রেমিক ছিল, সে তো নিজ প্রিয় প্রভুর সুন্নতের অনুসরণে সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ ব্যকুল হয়ে থাকত। আল্লাহ তা'লা যাকে যুগের ইমাম করে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সেই বান্দাকে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়ে সান্তনা প্রদান করেন, হে আমার প্রিয়! হে সেই ব্যক্তি যে আমার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং আমার প্রিয় নবীর রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যকুলতা রাখ! যদিও তোমার সময় নিকটবর্তী, কিন্তু যেহেতু আমি তোমাকে আমার ঘোষণা মত যুগের ইমাম বানিয়েছি এই কারণে তুমি নিজের মৃত্যুর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 7 June, 2018 Issue No.23

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পর এই কাজের পূর্ণতার বিষয়ে তুমি ভাবিত হয়ো না। তুমি জেনে রাখ যে, আমার নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এখন খিলাফত আলা মিনহাজুন নাবুয়াত প্রতিষ্ঠিত হবে, যে কিনা আমার সাহায্যপ্রাপ্ত নবী। তোমার পর এই খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমগ্র জগতে আমি আমার শেষ শরিয়ত-বিধানের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা প্রকাশ করব।

কুল্লু মান আলাইহা ফান- এর নিয়ম অনুযায়ী হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবের মৃত্যুর পর গোটা বিশ্ব দেখল এবং এম.টি.এর ক্যামেরার চোখ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই দৃশ্য প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। সেই দৃশ্য আপন-পর সকলের জন্য অদ্ভুত ছিল। আপন জনেরা এই কারণে আনন্দিত ছিল কারণ খোদা তা'লা ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিয়েছেন, আর অন্যরা এই কারণে আশ্চর্য হচ্ছিল যে এরা কোন প্রকৃতির মানুষ, এটি কেমন জামাত, যাকে আমরা একশো বছর থেকে ধ্বংস করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি, কিন্তু তা সত্বেও এরা এগিয়ে চলেছে। একজন বিরোধী খোলাখুলি স্বীকার করল যে, আমি তোমাদেরকে সত্য বলে মনে করি না, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে মনে হয় খোদা তা'লা কর্মগত সাক্ষী তোমাদের সঙ্গে রয়েছে।

আমার মত দুর্বল এবং স্বল্পজ্ঞানী মানুষের হাতেও আল্লাহ ত'লা জামাতকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক দিন এক্ষেত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। জগতবাসী ধারণা করছিল এই ব্যক্তি হয়তো জামাতকে পরিচালনা করতে পারবে না, আর আমরা যেন সেই দৃশ্য দেখতে পাই যার অপেক্ষায় আমরা একশো বছর থেকে বসে আছি। কিন্তু এরা ভুলে গিয়েছে যে, এই চারা খোদা তা'লার হাতে রোপিত হয়েছে যাতে কোন মানবীয় হস্তক্ষেপ নাই । বরং ঐশী প্রতিশ্রুতি ও সাহায্যের কারণে সমস্ত কাজ হয়ে চলেছে। আল্লাহ তা'লা এই ইলহামটিকে পূর্ণতা প্রদান করছেন। " আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি।"

অতএব এটি ঐশী তকদীর। এটি সেই খোদার প্রতিশ্রুতি যিনি কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সেই সকল প্রিয়জনেরা যারা তাঁর আদেশে কুদরতে সানিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে তারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে, কেননা খোদা তা'লা তাদের সঙ্গে আছেন। খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন। আজ এই কুদরতের একশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এবং প্রত্যেক দিন নিত্য-নতুন নিদর্শনের সাথে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখছি যেরূপ আমি জামাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করার সময় উল্লেখ করেছিলাম। অতএব প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর মিশনকে কুদরতে সানিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখে নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য সহকারে পূর্ণ করার চেষ্টা করা। আজ আমাদেরকে খ্রীষ্টানদেরকেও আঁ হযরত (সাঃ) এর পতাকা তলে একত্রিত করতে হবে। ইহুদী, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও আঁ হযরত (সাঃ) এর পতাকা তলে সমবেত করতে হবে। এই খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেই আমরা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদেরকেও মসীহ ও মাহদীর হাতে একত্রিত করব।

অতএব হে আহমদীরা যারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বা দেশে বসবাস কর! তোমরা এই শিকড়কে ধরে রাখ, আর আল্লাহ তা'লার আদেশে যুগ ইমাম ও মসীহ ও মাহদী যে কাজের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন সেটি পূর্ণ কর। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) "এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য" এই শব্দগুলি দ্বারা আমাদের উপর এই মহান দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রতিশ্রুতি তখনই পূর্ণ হয় যখন এর শর্তাবলীও পূর্ণ করা হয়।

অতএব হে মহম্মদী মসীহর মান্যকারীরা তোমরা যারা মসীহ মওউদ (আঃ) এর প্রিয় এবং তাঁর বৃক্ষসম সত্তার সতেজ শাখা-প্রশাখা! তোমরা ওঠ এবং খিলাফতে আহমদীয়ার দৃঢ়তার জন্য প্রত্যেক প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাক যাতে মসীহ মহম্মদী তাঁর প্রিয় প্রভুর যে বাণী নিয়ে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, আল্লাহ তা'লার এই রজ্জুকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে সেই বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দাও। পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই বাণী পৌঁছে দাও যে, এখন একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাঝেই তোমাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে। এই মাহদী ও মসীহর জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার মধ্যেই পৃথিবীর শান্তি সম্পৃক্ত রয়েছে। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার এটিই প্রকৃত ধ্বজাবাহক, পৃথিবীতে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মসীহ মহম্মদীর এই মিশনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে এবং ঐক্য সূত্রে গেঁথে দেওয়ার সমাধান একমাত্র খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। আর এরই মাধ্যমে খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধন করবে।

আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে ঈমানের দৃঢ়তা প্রদানের সাথে এই অনুপম সত্যকে পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

পূর্ণ ভালবাসা , একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখুন।

হুযুর আনোয়ার জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ বার্তায় বলেন,

" দোয়ার মাধ্যমে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কেননা এক জন ব্যক্তি এই মহান কাজটির সঙ্গে ন্যায় করতে পারবে না যা আল্লাহ তা'লা আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। দোয়া করুন এবং অনেক বেশি পরিমাণে দোয়া করুন। এবং প্রমাণ করে দিন যে, চিরন্তন সত্য অনুযায়ী আজকেও কুদরতে সানিয়া এবং জামাত দুটি এক ও অভিন্ন সত্তা। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে।

কুদরতে সানিয়া খোদার পক্ষ থেকে একটি মহান পুরস্কার যার উদ্দেশ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিভাজন থেকে রক্ষা করা। এটি সেই সূত্র যার মধ্যে জামাত একটি মুক্তোমালার মালার মত গাঁথা রয়েছে। যদি মুক্তো গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তবে সেগুলি সুরক্ষিতও থাকে না আর সুন্দরও দেখায় না। একটি সুতোয় গাঁথা মুক্তোমালা সুন্দর ও সুরক্ষিত উভয়ই থাকে। যদি কুদরতে সানিয়া না থাকে তবে সত্য ধর্ম কক্ষনো উন্নতি করতে পারে না। অতএব এই কুদরতের সাথে পূর্ণ ভালবাসা, একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখুন এবং খিলাফতের আনুগত্যের প্রেরণাকে স্থায়ীত্ব দিন। এবং এর সঙ্গে ভালবাসার প্রেরণাকে এত বেশি বর্ধিত করুন যে, এই ভালবাসার তুলনায় অন্যান্য সকল সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হয়। ইমামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মধ্যেই সকল বরকত নিহিত এবং ইমামই আপনার যাবতীয় ফিতনা -কলহ ও আপদ-বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বর্ম স্বরূপ। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন,

" যেরূপে একমাত্র সেই শাখা-ই ফল ধারণে সক্ষম যেটি বৃক্ষের সাথে যুক্ত রয়েছে। বৃক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শাখা ফল উৎপাদন করতে পারে না। অনুরূপে সেই ব্যক্তিই জামাতের উপযোগী কাজ করতে যে নিজেকে ইমামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখে। যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট না রাখে তবে সে জগতের যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্বেও ততটা কাজও করতে পারে না যতটা একটি ছাগলছানা করতে পারে। "

অতএব আপনারা যদি উন্নতি করতে চান এবং পৃথিবীতে জয়যুক্ত হতে চান তবে আপনাদেরকে আমার উপদেশ এটাই যে, আমার বার্তা এটাই যে, আপনারা খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকুন। আল্লাহ তা'লার এই রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে থাকুন।

আমাদের যাবতীয় উন্নতি খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার মধ্যে নিহিত। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের সহায় হন এবং আপনাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সম্পর্ক রাখার তৌফিক দিন।

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল,
২৩ শে মে, ২০০৩)

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir